হুমায়ুন আজাদের ‘পাক সার সাদ বাদ’ গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি

‘পাক সার সাদ বাদ’-এর এক চরিত্র মাওলানা ইসলামপুরী তার সাগরেদদের বলেছেন,

“বোজলা, ইসলামের নামে খুন করলে পাপ নাই। আর ইহা খুন না। ইহা হইল কাফের সরাইয়া আল্লাহর রাইজ্য স্থাপন। তাইলে জান্নাতুল ফেরদাউস পাওয়া যাইব, সেইখানে হুরগো লগে দিন-রাইত ছোহবত (সঙ্গম) করতে পারবা। ইসলামের নামে এক একটা কাফের মারবা এক একটা হুর পাইব। সোবহানাল্লা।”

অন্যস্থানে বলা হচ্ছেঃ
“মালাউন গো মাইয়া গো লগে করবা। অইতে গুনা নাই। ছোবহানাল্লাহ।”

“হাত দিয়া দ্যাখো, তোমাদের দুই রানের মাঝখানে কি আছে? কি ঝুলছে? তারা হাত দিয়ে দিয়ে দৃঢ় দণ্ড অনুভব করে শরম পায়। সেটা ঝুলছিল না, দাঁড়িয়ে ছিল কুতুব মিনারের মতো। আমি জিজ্ঞেস করি, কি আছে ওখানে? ওরা বলে ‘হুজুর আমাগো লিঙ্গ। আমি বলি, এটি লিঙ্গ নয়, পিস্তল এম-১৬। ওইটা খোদার দেওয়া পিস্তল, এফ-১৬। ওইটা চালাতে হবে মালাউন মেয়েগুলোর পেটে, মুমিন মুসলমান ঢুকিয়ে দিতে হবে। জিহাদের এইটাই নিয়ম। আর মালউনের ঘর ভরা সোনা-দানা, কলসি ভরা টাকা ওইগুলো নিয়ে আসতে হবে। ওরা চিৎকার করে উঠেছিল, আল্লাহ আকবর, নারায়ে তকবির।”

“সে একের পর এক মা, দুই মেয়ে ও নববধূর (সবাই হিন্দু) সঙ্গে ছোববত করে। ঘন্টা দুয়েক সময় নেয়। হয়তো পরম সুখ পেয়ে বারবার রিপ্লে করে, যেমন এক্স এক্স এক্সের সময় করে ....।”

“বকুল মালা এখন আমার প্রিয় রক্ষিতা। .... এত দোষ নাই। আমি পাক (ইসলাম ধর্মের) বইপত্র পড়ে দেখেছি। এতে কোন গোনাহ নাই, এটা জায়েজ।”

“ওর ঠোঁট আর বুক দু’টি আমার ভালোভাবে চেনা, ওগুলো আমি খেয়েছি, সেদ্ধ ডিমের ভর্তা বানিয়েছি, ভর্তা আমি ভালোই বানাতে পারি। .... বকুল মালার গাউটা একটু বেশী প্রশস্ত, অনেকটা মেঘনার মতো। কনকলতারটি দিনাজপুরের কাঁকড়া নদীটার মতোই হবে। ....।”

“আমি পঞ্চাশ হাজারের একটা বান্ডিল তুলে বলি, কনকলতা এই বান্ডিলটা আমি তোমার সোনার খনিতে ঢুকাবো? কনকলতা বলে, তাইলে আমি মইর‌্যা যামু, বান্ডিলটা আমার হুজুরের হুজুর জীর থিকাও মোডা, আর আমার খনিডাতো টাকার খনি না, এইডা হইলে হুজুরের মধুর খনি, হুজুর ছাড়া আর কিছু ঢুকবো না।”

“আমাদের জিহাদীরা উচ্চ কণ্ঠে আল্লাহ আকবর নারায়ে তকবির.... ইসলাম জিন্দাবাদ, হজরত ওমর জিন্দাবাদ, ইসলাম কায়েম কর আওয়াজ তুলতে তুলতে বাজারের দিকে ছুটতে থাকে। .... ওরা গুলী করছে। দু তিনটা মালাউন ও মালাউনদের একটা দালাল গুলীতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যে দেখে আমার দিল ভরে উঠলো, লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যের মতো সুন্দর দৃশ্য আর নেই।”

সেক্রেটারী কাদের জিলানী বলেন, আলহামদোলিল্লাহ, আই উইশ ইউ অল সাকসেস। উই মাষ্ট রিএষ্টাবলিশ পাকসার জামিন সাদ বাদ। তুমি দেখতেই পাইতেছ কোনো গভর্ণমেন্ট ফ্যাংশনে ওই ব্লাডি সোনার বাংলাটা বাজতাছে না, ওইটা চালাইলেই দশ লাখ টাকার প্লেয়ার ব্রেক ডাউন, ইলেকট্রিসিটি বন্ধ হইয়া যায়। গ্রেইট আল্লাহ দি গাফুরুর রাহিম ডাজ নট লাইক দ্যাট ব্লাডি সোনার বাংলা, আই ফাক ইট রিটেন বাই এ মালাউন বাষ্টার্ড, উই নিড পাক সার জামিন সাদ বাদ টু গেট হিজ ব্লেসিং।''

হুমায়ুন আজাদের অন্যান্য বইতেও রয়েছে এই ধরনের অশ্লীলতা ও উস্কানি। যেমন তার ''ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল'' নামক একটি পুস্তকে তিনি লিখেছেন,

''দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে রাশেদের মনে হলো, ওদের আন্ডার অয়্যারগুলো খুব ঢিলে হয়ে গেছে। দুইটিরই হোল আন্ডার অয়্যারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে ঢল ঢল করে ঝুলছে, বারবার রানে পেন্ডুলামের মতো ঘা দিচ্ছে। তুল তুল আওয়াজ হচ্ছে।'' (দোয়েল ও অনন্ত প্রসাবধারা, পৃ. ২৬)।

''বাংলাদেশ, তুমি কেমন আছো, সুখে আছো, না কষ্টে, নাকি তুমি এ সবের বইরে চলে গেছো, তোমার ভুমিকা শুধু চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা, কে চড়লো তাতে কিছু যায় আসে না। .... বাংলাদেশ কোন উত্তর দিচেছ না, সে কি বলাৎকার বলাৎকারে অচেতন হয়ে আছে, তার রান বেয়ে রক্ত ঝরছে''

''পুরস্কার হিসাবে এখন তার প্রাপ্য একটা প্রথম শ্রেণীর সঙ্গম।'' (মুসলমান, মদ্য ও গোলাপি সাপ, পৃ. ৩৮)

''তারা কোন পতিতার নোংরা উরুর দিকে তাকিয়ে আছে বলে মনে হলো রাশেদের। তার ঝুলে পড়া স্তন দেখছে, রোগা উরু দেখছে, ভাঁজ দেখছে, অন্ধকার দেখছে, পুঁজ দেখছে। এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।'' (ঐ পৃ. ৪০)

''এ শহরে কয় লাখ বদমাশ বাস করে? এ শহরে অধিবাস করে কয় লাখ শুয়োরের বাচ্চা? এ শহরে সঙ্গম করে কয় লাখ কুত্তাকুত্তি?'' (ঘোলা জল, বিড়াল আর গোলাপ মেয়ে, পৃ. ৫০)

''বাঙ্গালী মুসলমানের মুখের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে কুকুরের মুখ দেখা যায়, মানুষের মুখ আর কুকুরের মুখের অদল-বদল ঘটে, বাঙ্গালী মুসলমান দু'চার বছর পর পর কুকুর হয়, ভালোবাসে কুকুর হতে।'' (ঐ পৃ. ৫১)